ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
প্লট-২৩-২৬, রোড-৪৬, গুলশান-২, ঢাকা।
www.dncc.gov.bd

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী (৭ম সভা)

সভাপতি	: জনাব মোহাম্মদ এজাজ, প্রশাসক, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
তারিখ	: ১১ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ।। ২৫ জুন ২০২৫
সময়	: বেলা ৩:০০ ঘটিকা।
স্থান	: মিনি কনফারেন্স রুম ৬ষ্ঠ তলা, নগর ভবন, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।

সভায় উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট **"ক"**

সভার শুরুতে সভাপতি কর্তৃক ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কমিটির সকল সদস্য, বিভাগীয় প্রধান ও আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানানো হয়। তিনি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নাগরিক সেবা প্রদান আরো গতিশীলকরণ এবং সেবার মান উন্নয়নের জন্য সকলকে অনুরোধ জানান। তিনি সকল বৈষম্য নিরসন করে ঢাকা সিটিকে একটি ন্যায্য ও আধুনিক সিটিতে রূপান্তরের জন্য সবার সুচিন্তিত মতামত তুলে ধরার জন্য আহবান জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে সচিব গত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণসহ অগ্রগতি পর্যালোচনা ও এজেন্ডাভিত্তিক আলোচনা করেন।

পরবর্তীতে এজেন্ডাভিত্তিক আলোচনায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত নিম্নরূপ:

আলোচ্যসূচি-০১	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ৬ষ্ঠ সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ সংক্রান্ত আলোচনা।
আলোচনা	:	বিগত ৩০ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণের লক্ষ্যে পরিবর্তন/পরিমার্জনসহ কোনো সংশোধনী প্রস্তাব থাকলে তা উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করা হয়। উপস্থিত সকল সদস্যদের পরিবর্তন/পরিমার্জনের বিষয়ে কোন মতামত না থাকায় ৬ষ্ঠ সভার কার্যবিবরণীর সকল অংশ দৃঢ়ীকরণের বিষয়ে সভায় উপস্থিত সকলে একমত পোষণ করেন।
সিদ্ধান্ত-০১	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ৬ষ্ঠ সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-০২	:	নাগরিক সেবা বৃদ্ধির জন্য ডিএনসিসির সাংগঠনিক কাঠামোতে ওয়ার্ড সচিব এর নাম পরিবর্তন করে (ওয়ার্ড সুপারভাইজার/ওয়ার্ড অর্গানাইজার/ওয়ার্ড কো-অর্ডিনেটর বা এ জাতীয় কোন পদ) পদ সৃজনের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

আলোচনা	:	সভায় জানানো হয় যে, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সাংগঠনিক কাঠামোতে নবসৃষ্ট ১৮টি ওয়ার্ডে জন্য কোন ওয়ার্ড সচিব এর পদ সৃজিত হয়নি। নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধির জন্য ডিএনসিসি'র সাংগঠনিক কাঠামোতো ১৮টি 'ওয়ার্ড সচিব' পদ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ, বাস্তবায়ন-২ অধিশাখার ২২/০৩/২০২০ তারিখের ০৭. ০০. ০০০০. ১৬২ .৪৭. ০০১.১৩-৫৮ নং স্মারকে "ওয়ার্ড সচিব পদ সৃজন ও বেতন গ্রেড নির্ধারণের বিষয়ে নিম্নরূপ নির্দেশনা রয়েছে। "মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৩-১০-২০১৯খ্রিঃ তারিখের ০৪,০০,০০০০.৪২৩,৩৫.০০৩.১৫.৮৫ নং পরিপত্র অনুযায়ী "সচিব" পদটি প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাগণের জন্য নির্ধারিত বিধায় "ওয়ার্ড সচিব পদের বেতন গ্রেড নির্ধারণ করা হলো না। ওয়ার্ড সচিব পদনাম পরিবর্তনের জন্য প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে"। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে নাগরিক সেবা বৃদ্ধির জন্য ডিএনসিসির সাংগঠনিক কাঠামোতে ওয়ার্ড সচিব এর নাম পরিবর্তন করে ৫৪ টি ওয়ার্ডের জন্য ৫৪ টি ওয়ার্ড কো-অর্ডিনেটর পদ সৃজনের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়ে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।
সিদ্ধান্ত-০২	:	নাগরিক সেবা বৃদ্ধির জন্য ডিএনসিসির সাংগঠনিক কাঠামোতে ওয়ার্ড সচিব এর নাম পরিবর্তন করে ৫৪ টি ওয়ার্ডের জন্য ৫৪ টি ওয়ার্ড কো-অর্ডিনেটর পদ সৃজনের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	সচিব , ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-০৩	:	স্বাস্থ্য, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, প্রকৌশল ও অন্যান্য বিভাগের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে প্রাপ্ত সরকারী উন্নয়ন সহায়তা (সাধারণ খাত) তহবিলের অব্যয়িত অর্থ আন্তখাত সমন্বয় সংক্রান্ত।
আলোচনা	:	প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা সভায় জানান যে, স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক "বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় সিটি কর্পোরেশনের অনুকূলে উন্নয়ন সহায়তায় অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহার নির্দেশিকা-২০২২" এর পরিপত্র অনুযায়ী ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অনুকূলে সাধারণ সেবার বিপরীতে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের জন্য সর্বমোট ৫৬.১৬ কোটি টাকার খাতভিত্তিক বরাদ্দের প্রাক্কলন করা হয়। উল্লেখ্য, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে **"সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন সহায়তা"** খাতের সাধারণ বরাদ্দ বাবদ ডিএনসিসি'র অনুকূলে (১ম হতে ৩য় কিস্তি =৪২.১২ কোটি টাকা এবং ৪র্থ কিস্তি বাবদ =৩৮.৯২ কোটি টাকা) সর্বমোট ৮১.০৪ (কোটি টাকা) স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে অর্থ ছাড় প্রদান করা হয়। বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে উক্ত অর্থ আন্ত:খাতে সমন্বয়/বিভাজন করা প্রয়োজন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিপত্র স্মারক নং-৪৬.০০.০০০০.০৭০.২২.০০৫.২২-১৮৫, তারিখ: ০৯/০২/২০২৩ খ্রি: এর অনুচ্ছেদ ৬.২ এ উল্লেখ করা হয় যে; এডিপিতে প্রাপ্ত বরাদ্দ/অর্থ বিভাজনের নিমিত্ত খাতওয়ারী বর্ণিত নির্ধারিত হরে স্থানীয় চাহিদার নিরিখে সিটি কর্পোরেশনের সভায় সিদ্ধান্তক্রমে এবং স্থানীয় সরকার বিভাগকে অবহিত রেখে কোন অর্থবছরের খাতমূহের এক বা একাধিক খাতে অর্থ বিভাজন কম/বেশি করা যাবে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অনুকূলে সাধারন সেবার বিপরীতে সর্বমোট ৮১.০৪ কোটি টাকার বরাদ্দ আন্ত:খাতে সমন্বয়/বিভাজন করে নিম্নরূপভাবে ব্যয় করার বিষয়ে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন:

ক্রমিক	খাত	পূর্বের বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	সংশোধিত বরাদ্দ (কোটি টাকায়)
১	রাস্তাঘাট, ব্রীজ-কালভার্ট নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন	১৯.১১ (৩৪.০৩%)	৫৭.৬০ (৭১.০৭%)

২	জনস্বাস্থ্য ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা	৬.০০ (১০.৬৮%)	০.০০ (০.০০%)
৩	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, জলাবদ্ধতা/জলজট নিরসন/দূরীকরণ	২৫.০৯ (৪৪.৬৭%)	২০.০০ (২৪.৬৮%)
৪	পানি ও স্যানিটেশন (পয়:নিষ্কাশন)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)
৫	জলবায়ু অভিঘাত মোকাবেলায় সবুজ পার্ক/উন্মুক্ত উদ্যান, সবুজ খেলার মাঠ, জলাধার ইত্যাদি নির্মাণ/সংস্কার	৫.৯৬ (১০.৬২%)	৩.৪৩ (৪.২৩%)
৬	শিক্ষা, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)
৭	বিবিধ	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)
	সর্বমোট=	৫৬.১৬ (১০০%)	৮১.০৪ (১০০%)

সিদ্ধান্ত-০৩

৩.১) স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে স্বাস্থ্য, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, প্রকৌশল ও অন্যান্য বিভাগের জন্য সাধারন সেবার বিপরীতে সরকারী উন্নয়ন সহায়তা (সাধারণ খাত) তহবিলের প্রাপ্ত সর্বমোট ৮১.০৪ কোটি টাকার বরাদ্দ আন্ত:খাতে সমন্বয়/বিভাজন করে নিম্নরূপভাবে ব্যয় করার বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্রমিক	খাত	পূর্বের বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	সংশোধিত বরাদ্দ (কোটি টাকায়)
১	রাস্তাঘাট, ব্রীজ-কালভার্ট নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন	১৯.১১ (৩৪.০৩%)	৫৭.৬০ (৭১.০৭%)
২	জনস্বাস্থ্য ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা	৬.০০ (১০.৬৮%)	০.০০ (০.০০%)
৩	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, জলাবদ্ধতা/জলজট নিরসন/দূরীকরণ	২৫.০৯ (৪৪.৬৭%)	২০.০০ (২৪.৬৮%)
৪	পানি ও স্যানিটেশন (পয়:নিষ্কাশন)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)
৫	জলবায়ু অভিঘাত মোকাবেলায় সবুজ পার্ক/উন্মুক্ত উদ্যান, সবুজ খেলার মাঠ, জলাধার ইত্যাদি নির্মাণ/সংস্কার	৫.৯৬ (১০.৬২%)	৩.৪৩ (৪.২৩%)
৬	শিক্ষা, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)
৭	বিবিধ	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)
	সর্বমোট=	৫৬.১৬ (১০০%)	৮১.০৪ (১০০%)

৩.২) উক্ত আন্ত:খাত সমন্বয়/বিভাজন এবং ব্যয়ের বিষয়টি স্থানীয় সরকার বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

বাস্তবায়ন : নির্বাহী প্রকৌশলী, পরিকল্পনা ও নকশা বিভাগ।

আলোচ্যসূচি-০৪ : ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদন প্রসঙ্গে।

আলোচনা : প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট সভায় উপস্থাপন করেন। বাজেটের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

ক্রম	খাত	বাজেট ২০২৪-২০২৫	সংশোধিত বাজেট ২০২৪-২০২৫	প্রস্তাবিত বাজেট ২০২৫-২০২৬
১	২	৩	৪	৫
	আয়/প্রাপ্তি			
	(ক) রাজস্ব হিসাব			
১	প্রারম্ভিক স্থিতি	১০৫৬.৮৫	১২৩৮.৯৪	৮৫০.১৮
২	কর, রেইটস ইত্যাদি ১	১৬২৯.৫০	১২৫০.০০	৩২১২.৪০
৩	অন্যান্য রাজস্ব আয় ২	৪০২.৯৬	৩২৪.২০	৪২৪.৩১
৪	অনুদান (রাজস্ব) ৩	৭.৩১	৫.৩১	৭.৩১
৫	উপমোট (ক)	৩০৯৬.৬২	২৮১৮.৪৫	৪৪৯৪.২০
	(খ) উন্নয়ন হিসাব			
৬	অনুদান (সরকারি উন্নয়ন সহায়তা) ৪	৮৪.৪৬	১১৯.০০	১১৯.০০
৭	সরকারি ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প	২৩৯৮.৮২	১৩১৬.৭৫	১৪৫০.২৫
৮	অন্যান্য উন্নয়নপ্রাপ্তি/মূলধন প্রাপ্তি ৫	১৪.২৫	৪.০০	৬.৫০
৯	উপমোট (খ)	২৪৯৭.৫৩	১৪৩৯.৭৫	১৫৭৫.৭৫
১০	সর্বমোট আয়/প্রাপ্তি (ক+খ)	৫৫৯৪.১৫	৪২৫৮.২০	৬০৬৯.৯৫

	ব্যয়/পরিশোধ			
	(ক) রাজস্ব হিসাব			
১	পরিচালন/রাজস্ব ব্যয়			
১.১	বেতন ভাতাদি ৬	২১২.০০	২১৬.৯৭	২৫৭.৫২
১.২	পণ্য ও সেবার ব্যবহার ৭	৬১৪.৯৫	৪৭০.৫০	৭৭৪.০১
১.৩	মুনাফা ও সুদ ৮	০.১০	০.০০	০.৫০
১.৪	সামাজিক সুবিধাদি ৯	২২.৫০	১৩.১৫	২৫.৫০
২	অন্যান্য ব্যয় ১০	৪৭.৬০	১৬.৯০	৪৭.৬৫
৩	উপমোট (ক)	৮৯৭.১৫	৭১৭.৫২	১১০৫.১৮
	(খ) উন্নয়ন হিসাব			
৪	উন্নয়ন ব্যয়:			
৪.১	উন্নয়ন ব্যয় (নিজস্ব উৎস)	১৮৬৪.৯০	১২৫২.৫০	৩০৫৫.৭২
৪.২	উন্নয়ন ব্যয় (সরকারি উন্নয়ন সহায়তা)	৮৪.৪৬	১১৯.০০	১১৯.০০
৪.৩	উন্নয়ন ব্যয় (সরকারি ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প)	২৩৯৮.৮২	১৩১৬.৭৫	১৪৫০.২৫
৫	উপমোট (খ)	৪৩৪৮.১৮	২৬৮৮.২৫	৪৬২৪.৯৭
	(গ) ঋণ ও অন্যান্য পরিশোধ ১১	৯.৫০	২.২৫	৭.০০
৬	সর্বমোট ব্যয়/পরিশোধ (ক+খ+গ)	৫২৫৪.৮৩	৩৪০৮.০২	৫৭৩৭.১৫
৭	সমাপনী স্থিতি (সর্বমোট আয় - সর্বমোট ব্যয়)	৩৩৯.৩২	৮৫০.১৮	৩৩২.৮০
৮	সর্বমোট	৫৫৯৪.১৫	৪২৫৮.২০	৬০৬৯.৯৫

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের বর্ণিত বাজেট সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং অনুমোদনের বিষয়ে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত-০৪	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের বাজেট সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-০৫	:	মাঠ পর্যায়ে অঞ্চল ভিত্তিকি ন্যায় সংগত অফিস ভাড়া নির্ধারণ।
আলোচনা	:	আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-০৩ সভায় জানানো হয় যে, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন সেবা/নাগরিক সেবা ওয়ার্ড পর্যায়ে নিশ্চিতকরণে ওয়ার্ড কার্যালয় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
		এ সকল ওয়ার্ড কার্যালয়গুলোর মধ্যে কিছু কিছু ভাড়া বাসা/অফিস/ভবন/স্থাপনায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। যেখান থেকে প্রতিদিনই ব্যাপক পরিমান নাগরিকগণ সেবা গ্রহন করছে। এ সকল ভবন/বাসা/স্থাপনাসমূহ অবিভক্ত ঢাকা সিটি কর্পোরেশন থাকা অবস্থা হতে ৮০০০/-(আট হাজার) টাকা ভাড়া হিসেবে পরিচালিত হয়ে আসছে। কিন্তু বর্তমানে দ্রব্যমূল্যের দাম বৃদ্ধির সাথে সাথে বাসা ভাড়া বৃদ্ধি পায়। মহাখালী আঞ্চলিক কার্যালয়ের অধীনে গুলশান, বননী, বনশ্রী, বারিধারা, কালাচাঁদপুর, বাড্ডা, মালিবাগ, রামপুরা এলাকার বাসা ভাড়া প্রায় ১০ গুন বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে পূর্বে নির্ধারিত ৮০০০/-(আট হাজার) টাকা ভাড়ায় বাড়ি ভাড়া পাওয়া যাচ্ছে না এবং বাড়ির মালিকগন ৮০০০/-(আট হাজার) টাকা ভাড়া গ্রহণে আপত্তি জানিয়েছে। ফলে এ ভাড়ায় বাসা/অফিস ভাড়া করে ওয়ার্ড কার্যালয় পরিচালনা করা সহজ হচ্ছে না ও বাস্তব সম্মত নয়। উল্লেখ্য, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর বোড সভায় পূর্বে এ বিষয়গুলো বহুবার আলোচিত হয়েছে এবং সম্মানীত বোর্ড সদস্যগণের সম্মতি ও সিদ্ধান্তক্রমে বাসা ও মশক নিধন কার্যক্রমে ব্যবহৃত গুদাম ভাড়া বৃদ্ধির সম্মতি হলেও পরবর্তীতে শুধুমাত্র মশক নিধন কার্যক্রমে ব্যবহৃত গুদাম ভাড়া মাসিক ২০০০০/- (বিশ হাজার) টাকা এবং ভ্যাট বাবদ ১৫% হারে মোট ২৩০০০/- (তেইশ হাজার) টাকা করার আদেশ জারি করা হয়েছে। আরো উল্লেখ্য যে, স্থানীয় তথ্য হতে দেখা যায় যে, প্রাক্তন কাউন্সিলরগণ কার্যালয়গুলোর ভাড়া বাবদ ৮০০০/-(আট হাজার) টাকা গ্রহণ করলেও বাড়ির মালিককে তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বাড়তি টাকা পরিশোধ করতো। ৫ আগষ্ট ২০২৪ পরবর্তীতে কাউন্সিলারগণের পদ শূণ্য হওয়ায় ওয়ার্ড কার্যালয়গুলো চলমান রাখা ও ওয়ার্ড থেকে নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণে বাড়ির মালিক-এর সাথে নতুন করে ভাড়ার চুক্তি করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বের নির্ধারিত ৮০০০/-(আট হাজার) টাকায় বাড়ির মালিকগণ ভাড়া দিতে অস্বীকৃতি জানালে যৌক্তিকভাবে বর্তমান হারে ভাড়া নির্ধারণ করে প্রদান করা হবে মর্মে মালিকগণকে জানিয়ে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। ওয়ার্ড কার্যালয় হতে নাগরিক সেবা চলমান ও কার্যালয়সমূহ স্বচল রাখার স্বার্থে ভাড়াকৃত অফিস/বাসা/ভবন/স্থাপনার ভাড়া যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারনসহ কাউন্সিলর পদ শূন্য হওয়ার পর হতে অর্থাৎ অক্টোবর ২০২৪ হতে তা কার্যকর করার প্রয়োজন মর্মে জানোনো হয়।
সিদ্ধান্ত-০৫	:	নাগরিক সেবা সমুন্নত রাখতে ডিএনসিসির ওয়ার্ড কার্যালয় এর মাসিক ভাড়া সর্বোচ্চ ২০,০০০/- এবং PWD কর্তৃক এলাকাওয়ারী নির্ধারিত ভাড়া; দুইটির মধ্যে যে টি কম সে হারে নির্ধারণ করার বিষয়ে সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যা অক্টোবর ২০২৪ হতে কার্যকর হবে।
বাস্তবায়ন	:	সকল আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-০৬	:	জুলাই শহীদদের স্মরণে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প/স্কীম প্রসঙ্গে।
আলোচনা	:	সভায় জানানো হয় যে জুলাই শহীদদের স্মরণে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অধীক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকল্প / স্কীম গ্রহণের বিষয়ে উপস্থাপন করা হয়। ডিএনসিসি আওতাধীন বিভিন্ন অঞ্চলের মাধ্যমে মুগ্ধ মঞ্চ নির্মাণ, জুলাই নারী মঞ্চ নির্মাণ, গণমিনার নির্মাণ, বিজয় স্মরণী ভাস্কর্য নির্মাণ, আওয়ামী লীগের ১৬ বছরের দুঃশাসন ও জুলাই ছাত্রজনতার অভুত্থানের ঘটনাবলীর আলোকে বিভিন্ন ফ্লাইওভার, নির্বাচিত দেয়াল, মেট্রোরেল পিলার ও অন্যান্য স্থানে দেয়ালচিত্র অংকন, জুলাই আন্দোলনের আর্ট প্রদর্শনী, মুক্তি তোরণ নির্মাণ, স্বাধীনতা তোরণ নির্মাণ, আট প্রদর্শনী, জুলাই আন্দোলনের ফটোগ্রাফি প্রদর্শনী, পোষ্টার প্রদর্শনী, এ্যানিমেশন, অনলাইন ভিডিও তৈরী,"Basic Archiving" শীর্ষক প্রশিক্ষণ, Archiving Community Gathering, Archiving Network, Archiving Fund ইত্যা প্রকল্প বা স্কীম বাস্তবায়নের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনান্তে উপরোক্ত প্রকল্প বা স্কীম বাস্তবায়নের বিষয়ে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।
সিদ্ধান্ত-০৬	:	সভায় জুলাই শহীদদের স্মরণে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে নিম্নবর্ণিত প্রকল্প/স্কীম কার্যক্রম বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: ৬.১) মুগ্ধ মঞ্চ নির্মাণ (অঞ্চল-১) । ৬.২) জুলাই নারী মঞ্চ নির্মাণ (অঞ্চল-৬। ৬.৩) গণমিনার নির্মাণ (অঞ্চল-৫)। ৬.৪) বিজয় স্মরণী ভাস্কর্য নির্মাণ (অঞ্চল-৫)। ৬.৫) আওয়ামী লীগের ১৬ বছরের দুঃশাসন ও জুলাই ছাত্রজনতার অভুত্থানের ঘটনাবলীর আলোকে মেট্রোরেল এর পিলার ও মিডিয়ান, নির্বাচিত দেয়াল এবং বিভিন্ন ফ্লাইওভার এ দেয়ালচিত্র অংকন(অঞ্চল-১, ২ ,৪ ও ৫)। ৬.৬) জুলাই আন্দোলনের আর্ট প্রদর্শনী । ৬.৭) ০২ টি মুক্তি তোরণ নির্মাণ (অঞ্চল-৪ ও ৫)। ৬.৮) স্বাধীনতা তোরণ নির্মাণ, অঞ্চল-১০। ৬.৯) আট প্রদর্শনী। ৬.১০) জুলাই আন্দোলনের ফটোগ্রাফি প্রদর্শনী। ৬.১১) পোষ্টার প্রদর্শনী। ৬.১২) এ্যানিমেশন। ৬.১৩) অনলাইন ভিডিও তৈরী। ৬.১৪)"Basic Archiving" শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান। ৬.১৫) Archiving Community Gathering. ৬.১৬) Archiving Network. ৬.১৭) Archiving Fund.
বাস্তবায়ন	:	১। প্রধান প্রকৌশলী, ডিএনসিসি। ২। প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, ডিএনসিসি। ৩। প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ,ডিএনসিসি। ৪। আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা(সকল), ডিএনসিসি। ৫। জনসংযোগ কর্মকর্তা, ডিএনসিসি।

আলোচ্যসূচি-০৭	:	ডিএনসিসি এলাকার মধ্যে কোন বড় নির্মাণ কাজ করতে হলে নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানকে তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কার্যস্থলে বায়ু মাপক যন্ত্র স্থাপন সংক্রান্ত।

আলোচনা	:	সভায় জানানো হয় যে, সাধারণত যে কোন নির্মান কাজ ও জরুরী মেরামত ও উন্নয়নমূলক কাজের কার্যস্থলে নির্মাণ সামগ্রী (ইট, বালি, পাথর, সিমেন্ট ইত্যাদি) নির্দিষ্ট জায়গায় ঢেকে রাখতে হয় এবং বায়ু দূষণ রোধে নিয়মিত পানি ছিটাতে হয়। কিন্তু বাস্তবে এই নিয়মাবলী প্রতিপালন না করায় অতিমাত্রায় ধূলা সৃষ্টির মাধ্যমে পরিবেশ তথা বায়ু মারাত্বকভাবে দূষিত হয়। তাই বায়ু দূষণ রোধে এবং বায়ুমান সংক্রান্ত তথ্য পাওয়ার লক্ষ্যে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অধীক্ষেত্রে কোন বড় নির্মাণ কাজ করতে হলে নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানকে তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কার্যস্থলে বায়ু মাপক যন্ত্র স্থাপন করতে হবে এবং বায়ূ দূষণ সংক্রান্ত নির্দেশবলী অনুসরণ করে মনিটরিং করতে হবে মর্মে সভায় জানানো হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনান্তে নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানকে তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কার্যস্থলে বায়ু মাপক যন্ত্র স্থাপন এবং মনিটরিং এর বিষয়ে সকল সদস্য একমত প্রকাশ করেন। তাছাড়া ডিএনসিসি যাতে শব্দ দূষণ রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয় সে বিষয়েও সকলে একমত পোষণ করেন।
সিদ্ধান্ত-০৭	:	৭.১) ডিএনসিসি এলাকার মধ্যে কোন বৃহৎ নির্মাণ কাজ (যার প্রকল্প ব্যয় ১০০০.০০ (এক হাজার কোটি) বা তদূর্ধ্ব) করতে হলে নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানকে তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কার্যস্থলে বায়ু মাপক যন্ত্র স্থাপন করার জন্য পত্র প্রেরণ করতে হবে। ৭.২) ডিএনসিসি অধীক্ষেত্রে শব্দ দূষণ রোধে প্রয়োজনীয় সচেতনতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-০৮	:	সহকারী প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাদের বিপরীতে ডাবল কেবিন বিশিষ্ট গাড়ীর চাহিদা প্রসঙ্গে।
আলোচনা	:	সভায় প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা জানান যে, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগাধীন (দশ) টি অঞ্চল এবংপ্রধান কার্যালয়ে নিয়োজিত ০৩ জনসহ মোট ১৩ (তের) জন সহকারী প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকর্মকর্তাদের অনুকূলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাজের গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বর্তমান মোটর সাইকেলের পরিবর্তে গাড়ী বরাদ্দ একান্ত প্রয়োজন। বর্তমানে (দুই) জন সহকারী প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা'র অনুকূলে বরাদ্দ রয়েছে। সহ-প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাদের প্রতিদিন ভোরবেলা হতে ঝড়-বৃষ্টিতে অঞ্চলের প্রতিটি ওয়ার্ডে সরেজমিনে পরিদর্শন করতে হয়। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহকারী প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাগণের বয়সবৃদ্ধির ফলে মোটরসাইকেল চালিয়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাজ তদারকি করা অত্যন্ত দুস্কর। সেহেতু অঞ্চলের প্রকৌশল/স্বাস্থ্য বিভাগের শাখা প্রধানদের ন্যায় সহকারী প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাদের জরুরী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাজের সুবিধার্থে ডিএনসিসি'র পরিবহন পুল/ভাড়া করে বরাদ্দ করা হলে পরিচ্ছন্নতা কাজের গুনগত মান বৃদ্ধি পাবে এবং ডিএনসিসি'র ভাবমূর্তি অক্ষুন্ন থাকবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আলোচনায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের টিওএন্ডইতে সহকারী প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাদের অনুকূলে একটি করে ডাবল কেবিন পিকআপ বরাদ্দের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে এবং প্রত্যেক সহকারী প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাগণের অনুকূলে অতিদ্রুত ক্রয়/ভাড়ার মাধ্যমে একটি করে ডাবল কেবিন পিকআপ গাড়ী বরাদ্ধ দেয়ার বিষয়ে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত-০৮	:	সভায় জরুরী পরিচ্ছন্নতা কাজের সুবিধার্থে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রত্যেক সহকারী প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাগণের অনুকূলে বিধি মোতাবেক অতিদ্রুত ক্রয়/ভাড়ার মাধ্যমে একটি করে ডাবল কেবিন পিকআপ গাড়ী বরাদ্ধ দেয়ার বিষয়ে সদয় সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।
বাস্তবায়ন	:	১। প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং ২। মহা-ব্যবস্থাপক (পরিবহন), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

আলোচ্যসূচি- ৯	:	বিবিধ আলোচনা।
আলোচনা	:	প্রধান প্রকৌশলী সভাকে জানান যে, সভায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন গুলশান-০২ এ অবস্থিত গূলশান ২ কাঁচা ও পাকা মার্কেট দুটি অনেক পুরাতন যা মেয়াদোত্তীন এবং ঝুঁকিপূর্ণ। জনগণের জানমালের নিরাপত্তা ও আকৎসিক দূর্ঘটনা এড়ানোর জন্য জরুরী ভিত্তিতে মার্কেট দুটি ভেঙ্গে ফেলা প্রয়োজন। এখানো ডিএনসিসির জায়গার পরিমান প্রায় ৩.২০ একর। ডিএনসিসির রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য দুটি বহুতল বিশিষ্ট ভবন (টাওয়ার) নির্মাণ করা যেতে পারে। একটিতে ডিএনসিসির কেন্দ্রীয় কার্যালয় এবং অন্যটিতে বাণিজ্যিক ভবন হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে, গুলশান ২ কাঁচা মার্কেটের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ আনুমানিক ৪২ শতাংশ জায়গা এমআরটি লাইন ৫ নর্দান রুটের স্টেশনের Entry/Exit নির্মাণের জন্য প্রয়োজন হবে। এমআরটি কর্তৃপক্ষকে স্টেশন স্থাপনের সুবিধা প্রদান করা হলে এমআরটি কর্তৃপক্ষ নিজস্ব অর্থায়নে সমগ্র এলাকার Master Plan প্রণযন করে দেবার বিষয়ে একমত পোষন করেছেন। এছাড়াও উক্ত Master Plan এর আলোকে এমআরটি লাইন ৫ নর্দান রুটের স্টেশনের Entry/Exit নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ৪২ শতাংশ জায়গায় বহুতল ভবনের ফাউন্ডেশনসহ দুই তলা পর্যন্ত ভবন নিজ খরছে নির্মাণ করে অবশিষ্ট ভবন নির্মাণের জন্য ডিএনসিসি'র অনুকূলে হস্তান্তর করে দিবেন মর্মে মতামত ব্যক্ত করেছেন। এমআরটি লাইন ৫ নর্দান রুটের স্টেশনের Entry/Exit নির্মাণের সময় বিদ্যমান ব্যবসায়ীদের এমআরটি লাইন ৫ নর্দান রুট প্রকল্পের নিজস্ব খরচে অস্থায়ী Prefabricated Structure নির্মাণ করে পুনর্বাসন করার এমআরটি কর্তৃপক্ষ একমত পোষন করেন। উক্ত সহযোগিতার পাশাপাশি দ্রুত সমগ্র মার্কেট এরিয়া Master Plan অনুযায়ী নির্মাণের জন্য জাপানের সাথে সম্পাদিত G2G চুক্তির আলোকে পিপিপি প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নয়নের লক্ষ্যে সার্বিক সহযোগিতা করার বিষয়ে এমআরটি কর্তৃপক্ষ মতামত ব্যক্ত করেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আলোচনান্তে মেয়াদোত্তীন এবং ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচনায় জানমালের নিরাপত্তা ও আকৎসিক দূর্ঘটনা এড়ানোর জন্য ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন গুলশান-০২ এ অবস্থিত গূলশান ২ কাঁচা ও পাকা মার্কেট দুটি ভেঙে ফেলে এমআরটি লাইন ৫ নর্দান রুট প্রকল্পের Entry/Exit নির্মাণের অনুমতি প্রদানের বিনিময়ে এমআরটি লাইন ৫ নর্দান রুট প্রকল্পের নিজস্ব অর্থায়নে গূলশান ২ কাঁচা ও পাকা মার্কেট দুটির সমুদয় জায়গা নিয়ে একটি Master Plan প্রণয়ণ, Entry/Exit নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ৪২ শতাংশ জায়গায় বহুতল ভবনের ফাউন্ডেশনসহ দুই তলা পর্যন্ত ভবন নির্মাণ, বিদ্যমান ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের নিমিত্তে নিমিত্তে Prefabricated

		Structure নির্মাণ, সমগ্র জায়গাটি জাপান সরকারের সাথে সম্পাদিত G2G চুক্তির আলোকে পিপিপি পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত করে উন্নয়নের সহযোগিতা প্রদানের বিষয়ে সভায় উপস্থিত সকলে একমত পোষন করেন।
সিদ্ধান্ত-০৯	:	৯.১) মেয়াদোত্তীর্ন এবং ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচনায় জানমালের নিরাপত্তা ও আকস্মিক দূর্ঘটনা এড়ানোর জন্য ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন গুলশান-০২ এ অবস্থিত গুলশান ২ কাঁচা ও পাকা মার্কেট দুটি ভেঙে ফেলে দুটি বহুতল ভবন নির্মাণের বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৯.২) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন গুলশান-০২ এ অবস্থিত গুলশান ২ কাঁচা ও পাকা মার্কেট দুটি ভেঙে ফেলে এমআরটি লাইন ৫ নর্দান রুট প্রকল্পের Entry/Exit নির্মাণের অনুমতি প্রদানের বিনিময়ে এমআরটি লাইন ৫ নর্দান রুট প্রকল্পের নিজস্ব অর্থায়নে গুলশান ২ কাঁচা ও পাকা মার্কেট দুটির সমুদয় জায়গা নিয়ে একটি Master Plan প্রণয়ণ, Entry/Exit নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ৪২ শতাংশ জায়গায় বহুতল ভবনের ফাউন্ডেশনসহ দুই তলা পর্যন্ত ভবন নির্মাণ, বিদ্যমান ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের নিমিত্তে নিমিত্তে Prefabricated Structure নির্মাণ, সমগ্র জায়গাটি জাপান সরকারের সাথে সম্পাদিত G2G চুক্তির আলোকে পিপিপি পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত করে উন্নয়নের সহযোগিতা প্রদানের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য উপস্থিত সকলে একমত পোষন করেন। ৯.৩) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন গুলশান-০২ এ অবস্থিত গুলশান ২ কাঁচা ও পাকা মার্কেট দুটি এমআরটি লাইন ৫ নর্দাণ রুট কর্তৃক প্রদত্ত এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক অনুমোদিত Master Plan মোতাবেক জাপানের সাথে সম্পাদিত G2G চুক্তির আলোকে Public Private Parternership পদ্ধতিতে উন্নয়ণের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোহাম্মদ এজাজ
প্রশাসক
ও
সভাপতি
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন সভা

নং-৪৬.১০.০০০০.০০৬.০৬.৩৯৮.২০২৪.৫৭৮

তারিখ: ২৭/০৫/২০২৫ খ্রি

বিতরণ কার্যার্থে:

....

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা।
৪. পুলিশ কমিশনার, ঢাকা।
৫. চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।
৬. চেয়ারম্যান, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ।
৭. প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।
৮. প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর।
৯. প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর।
১০. প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।
১১. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড।
১২. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)।
১৩. উপদেষ্টার একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমাবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় উপদেষ্টার সদয় অবগতির জন্য)।
১৪. নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)।
১৫. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
১৬. মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর।
১৭. মহাপরিচালক, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।
১৮. মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর।
১৯. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড।
২০. মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স।
২১. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ।
২২. জেলা প্রশাসক, ঢাকা।
২৩. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)।
২৪. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, তিতাস গ্যাস।
২৫. মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।
২৬. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর।`
২৭. বিভাগীয় প্রধান (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
২৮. আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
২৯. প্রশাসক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য তাঁর একান্ত সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৩০. সিস্টেম এনালিস্ট, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণীটি (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৩১. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য তাঁর স্টাফ অফিসার, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৩২. সহকারী সচিব, সংস্থাপন-১ ও ২, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৩৩. অফিস কপি।

২৭/৫/২৫